দৈনিক সংবাদ

শনিবার এইচএসসি পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে ইংরেজি ২য় পত্র পরীক্ষায় কাপাসিয়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে নকল উদ্ধার করা হচ্ছে। পরীক্ষার প্রথম দিনে এই কেন্দ্রে ব্যাপক নকল হওয়ার সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশ পেলে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলন কেন্দ্র দেখতে গেলে এই দৃশ্যের অবতারণা হয় —সংবাদ

দুই বস্তা নকল উদ্ধার, শিক্ষকসহ বহিষ্কার ৫০

রাশেদ মেহেদী, কাপাসিয়া থেকে ফিরে ঃ অবাধ নকলের দুর্ভেদ্য দুর্গ আবিষ্কৃত হয়েছে গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলায়। কাপাসিয়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র। নকলকারীদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য নকলের এই দুর্গ পাহারা দিচ্ছিলেন স্বয়ং উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং তার সেকেন্ড ইন কমান্ড ছিলেন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা; কিন্তু গতকাল আকস্মিক এক অভিযানে তছনছ হয়ে গেছে এ দুর্গ। পরীক্ষা শুরুর প্রায় আধঘণ্টা পর শুরু হওয়া প্রায় দু' ঘণ্টাব্যাপী অভিযানে পরীক্ষা কেন্দ্রের কক্ষগুলো থেকে উদ্ধার করা হয়েছে দু' বস্তা নকল। বহিষ্কার করা হয়েছে ৪৫ জন ছাত্রছাত্রী এবং ৫ জন শিক্ষককে। গ্রেফতার হয়েছে ২ জন। পরবর্তী পরীক্ষার দিন নকল হলে এই কেন্দ্র বাতিল করা হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী।

উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার এইচএসসি পরীক্ষার প্রথম দিনে এ কেন্দ্রে অবাধ নকল, পরীক্ষা চলাকালে কেন্দ্রের ভেতর বহিরাগতদের অবাধ প্রবেশ প্রভৃতি ঘটনার ওপর বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বহিরাগতদের কেন্দ্রে প্রবেশের সুযোগ দিয়েছেন এবং সাংবাদিকদের প্রবেশে বাধা দিয়েছেন বলেও পত্র-পত্রিকার রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়। পরীক্ষার প্রথম দিনে নকল করার দায়ে এক ছাত্রীকে বহিষ্কারের অপরাধে একজন শিক্ষককে নির্মম প্রহারের ঘটনাও ঘটে।

গতকাল সকাল প্রায় সাড়ে ১০টায় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এই কেন্দ্রে পৌঁছেন। কেন্দ্রে পৌঁছেই তিনি উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে বৃহস্পতিবারের ঘটনা জানতে চান। এ সময় উপজেলা নির্বাহী অফিসার জানান, বৃহস্পতিবারের ঘটনার ব্যাপারে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট সঠিক নয়। কেন্দ্রে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পরীক্ষার শুরুর আগে ছাত্রছাত্রীদের পূর্বঘোষিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সার্চ করে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেয়া হয়েছে কিনা জানতে চাইলে উপজেলা নির্বাহী

কাপাসিয়া ঃ উচ্চ বিদ্যালয়

(১২ পৃষ্ঠার পর)

কিন্তু কেন্দ্রের বিভিন্ন কক্ষ পরিদর্শনকালে কক্ষের বাইরে ছড়ানো-ছিটানো নকল পড়ে থাকতে দেখা যায়। পড়ে থাকা বইয়ের ছেঁড়া পাতা, টুকরো কাগজে দেখা যায় পরীক্ষার প্রথম দিন ও গতকালের পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর এসব ছেঁড়া পাতা ও টুকরো কাগজে লেখা রয়েছে। এসব ছেঁড়া পাতা ও টুকরো কাগজের বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কেন্দ্র সচিব এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে যখন কথা হচ্ছিল তখনই কেন্দ্রের দোতলার একটি কক্ষে এক পরিদর্শক এক ছাত্রীর নকল হাতেনাতে ধরে ফেলেন। কক্ষগুলোতে পরীক্ষার্থীদের পুনরায় সার্চ করার নির্দেশ দেয়া হয়। দেখা যায়, কয়েকটি কক্ষে প্রায় প্রতিটি ছাত্রের কাছে নকল। বেঞ্চের নিচে নকল। স্কেলে, পেন্সিল বক্সে নকল লেখা। এ অবস্থায় ছাত্রছাত্রীদের ৫ মিনিট সময় দেয়া হয় নকল ফেলে দেওয়ার। ৫ মিনিট পর নকল পাওয়া গেলে বহিষ্কার করা হবে বলে ঘোষণাও দেয়া হয়। মাত্র ৫ মিনিটে বড় দু'টি বস্তা ছাত্রছাত্রীদের ফেলে দেয়া নকলে ভরে ওঠে। ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাই শরীরের বিভিন্ন স্থান থেকে নকল বের করে। কয়েকজন টয়লেটে গিয়েও নকল বের করে নিয়ে আসে। এরপর শুরু হয় বহিষ্কার অভিযান। গণহারে নকল ফেলে দেয়ার পরও অনেকের কাছেই নকল পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে তাদের বহিষ্কারের নির্দেশ দেয়া হয়। প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যে বহিষ্কৃত হয় ৪৫ জন। এ সময় ৫ জন শিক্ষককেও কর্তব্যে অবহেলার কারণে বহিষ্কার করা হয়। বহিষ্কার অভিযান শুরু হওয়ার পর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খন্দকার রফিকুল ইসলামকে কক্ষের বাইরে বারান্দায় বিমর্ষভাবে পায়চারি করতে দেখা যায়। এ সময় কয়েকজন সাংবাদিকের সামনেই এক ছাত্রী দৌড়ে এসে তাকে জানায়, খাতা নিয়ে নিয়েছে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী। উপজেলা নির্বাহী অফিসার তাকে বলেন, তোমার খাতা মন্ত্রী নিয়েছেন, তাহলে কিছু করার নেই।

জাহেদুল ইসলাম নামে এক পরীক্ষার্থীর নকল ধরার পর ওই পরীক্ষার্থী কর্তব্যরত শিক্ষককে দেখে নেয়ার হুমকি দেয়। অন্য একটি কক্ষে তোফাজ্জল হোসেন নামে এক ছাত্র কক্ষের ভেতর টেবিল চাপড়িয়ে চিৎকার করে সবাইকে চুপ থাকতে বলে এবং যার কাছে কাগজপত্র আছে দিয়ে দিতে বলে। এসময় কক্ষের পরিদর্শকদের ভীতসন্ত্রস্ত দেখা যায়। পরে গোয়েন্দা সংস্থার এক কর্মকর্তা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। সে জানায়, ইতোপূর্বেও সে এইচএসসি পরীক্ষায় বহিষ্কৃত হয়েছে। জাহেদুল ইসলাম এবং তোফাজ্জল হোসেন দু' জনকেই গ্রেফতারের নির্দেশ দেয়া হয়। এ কেন্দ্রের মাঠে, কক্ষের জানালার পাশে, টয়লেটে প্রচুর ছেঁড়া বইয়ের পাতা ও টুকরো কাগজ দেখা গেছে। পরীক্ষা কেন্দ্র ঘেঁষে বিপুল সংখ্যক মানুষকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে।

এদিকে বৃহস্পতিবার এই কেন্দ্রে নকলের দায়ে এক ছাত্রীকে বহিষ্কার করার অপরাধে এক শিক্ষককে মারাত্মক প্রহারের চাঞ্চল্যকর ঘটনা জানা গেছে। এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, বৃহস্পতিবার রাবেয়া খাতুন নামে ওই ছাত্রীকে বহিষ্কার করেন পরিদর্শক এবং শরীফ মমতাজ উদ্দিন কলেজের শিক্ষক নারায়ণ চন্দ্র মোদক।